JAN. 0 4 2001

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৭...

শিক্ষা প্রকল্পের নামে অহেতুক কোটি কোটি টাকা ব্যয়
শিক্ষার মান কমছে ❑ ইতিবাচক পদক্ষেপ নেই

মোঃ আবদুর রহিম ।। সরকারী ও সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদানের মান ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। অথচ রাজধানীতে ভর্তি সমস্যা এতই প্রকট যে, প্রত্যেক মহল্লায় একটি করে উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরুরী প্রয়োজন। এলাকাভিত্তিক সম্পূর্ণ বেসরকারী পর্যায়ে কিছু কিছু মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। রাজধানীতে সরকারী ও সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাড়ে ৩ শতাধিক স্কুলের লেখাপড়ার মান ভাল হলে ভর্তি সমস্যা থাকার কথা নয়। কিন্তু শিক্ষার মান ভাল না থাকায় একদিকে প্রায় ১০০ স্কুল ছাত্র স্বল্পতায় ভোগে। অন্যদিকে, ভর্তির প্রতিযোগিতা হয় ২৫/৩০টি স্কুলে। তীব্র প্রতিযোগিতা হয় ১০/১২টি সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে। উল্লেখিত সরকারী ও শিক্ষার মান বৃদ্ধির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ যাবৎ কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্ন প্রকল্পের নামে শিক্ষাখাত থেকে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা অহেতুক ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটছে না।

শিক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন ফোরামের কর্মকর্তা মিসেস মবিনা খাতুন জানান, ৫০ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এক একটি মাঝারিমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নতমানের স্কুলে পরিণত করা সম্ভব। এভাবে পর্যায়ক্রমে ৫/১০টি স্কুলকে উন্নতকরণ স্কীমের আওতায় এনে রাজধানীর ভর্তি সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। আর এ ব্যবস্থায় শিক্ষক ছাঁটাই প্রয়োজন হবে না বরং শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শিক্ষা

শিক্ষা প্রকল্পের নামে অহেতুক কোটি কোটি টাকা ব্যয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধিদফতর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলসমূহের মান উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তার অধিকাংশই ইতিবাচক ছিল না, বরং শিক্ষক সমাজকে বিক্ষুব্ধ করেছে।

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এবং মিরপুর মনিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ সবদের আলী বলেছেন, যোগ্য প্রধান শিক্ষক বা প্রিন্সিপালের নেতৃত্ব ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়নের কোন সহজ পথ নেই। মূলত এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। যোগ্য প্রধান শিক্ষক বা প্রিন্সিপালের নেতৃত্বের প্রকট অভাব। নিজকে যোগ্যরূপে গড়ে তুলতে আগ্রহের দারুণ অভাব। আর আগ্রহ না থাকলে শত প্রশিক্ষণ দিয়েও কোন ফলোদয় হবে না। এ অবস্থায় যোগ্য প্রধান শিক্ষকদের উন্নত স্কেল প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে যোগ্য নেতৃত্বের আগ্রহের পথ রচনা হবে। সাথে সাথে সুষ্ঠু প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যোগ্য প্রধান শিক্ষক তৈরীতে সরকারীভাবে তেমন ইতিবাচক ট্রেনিং-এর অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে গবেষণার। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিম্নমুখী করার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদফতর এবং জাতীয় কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে ভুল করছে না। শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরের সবচেয়ে ক্ষতিকর পদক্ষেপ হচ্ছে জনবল কাঠামো। আর এনসিটিবি'র রয়েছে অনুপযোগী পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের নামে দুর্নীতির পাহাড় সৃষ্টি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে রেফারেন্স বই সরবরাহের নামে অপ্রয়োজনীয়, বই সরবরাহ করে এবং অহেতুক ফলাফলবিহীন সেমিনারের নামে কোটি কোটি টাকার অপব্যবহার করা হয়। অথচ এ টাকা ব্যয় করে রাজধানী তথা প্রয়োজনীয় এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন করে ভর্তি সমস্যা সমাধানেও বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নে অন্যতম প্রধান বাধা অনুপযোগী পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম। নবম ও দশম শ্রেণীতে অঙ্ক ও ইংরেজীতে যে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম দেয়া হয়েছে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদানরত শিক্ষকদের কাছেই দুর্বোধ্য। বর্তমান পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণের পূর্বে শিক্ষকদের ট্রেইন্ড করে নেয়ার কোন বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ইংরেজী ও অঙ্কের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করার কলাকৌশল ও বাস্তব জ্ঞানের অভাব রয়েছে শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষকের। এমনি করে নানাভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে উল্লিখিত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা তাদের সকল শ্রম ও গবেষণা নিয়োজিত করেছেন বই ছাপানো এবং সরবরাহ ব্যবসায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নে বর্তমান ধারাবাহিকতা থেকে বের হয়ে আসার বিকল্প নেই। একই সাথে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ থেকে পুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে প্রতিযোগিতায় ফেলার লক্ষ্যে প্রকাশকদের জন্য তা উন্মুক্ত করে দেয়াও অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। একই সাথে তারা বলেন, জনবল কাঠামো বাতিল করে শিক্ষা খাতের যেসব টাকা অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় হচ্ছে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নে ব্যয় করা